২০-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পেয়েছ, তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে বাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন।"

প্রশ্নঃ- বাবা কোন দিব্য কর্তব্য করেছেন যার জন্য তার মহিমার এত গায়ন করা হয়?

উত্তরঃ- পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। সকল মানুষকে মায়ারূপী রাবণের জেল থেকে মুক্ত করা - এই দিব্য কর্তব্য কেবল বাবাই করেন। বেহদের বাবার কাছ থেকেই বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যেটা অর্ধেক কল্প পর্যন্ত চলতে থাকে। সত্যযুগে হবে সুবর্ণ জয়ন্তী আর ত্রেতাযুগে হবে রজত জয়ন্তী। সত্যযুগ হল সতপ্রধান, ত্রেতাযুগ হল সতো। দুটোকেই সুখধাম বলা হয়। বাবা এইরকম সুখধাম স্থাপন করেন, তাই তাঁর মহিমার গায়ন করা হয়।

গীতঃ- ন্যায়বিচারের মন্দির হেথা...

ওম্ শান্তি । বাবা এবং দাদা দুজনে মিলে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কখনও বাবা বোঝাচ্ছেন আবার কখনও দাদাও বোঝাচ্ছেন। কারণ এই শরীরটা তো দাদারও ঘর। পরমপিতা পরমাত্মা তো পরমধামে থাকেন। নিশ্চয়ই এই ভারতই কোনো সময়ে তাঁর ঘর হয়, তাই তো শিবরাত্রি পালন করা হয়। এখানে শিবের অনেক মন্দিরও আছে। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য অর্থাৎ সকল মানুষকে মায়ারূপী রাবণের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য এই ভারত ভূমিতেই তাঁর অবতরণ হয়। কারণ এখন তো রাবণের রাজত্ব। ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়। আবার শিবরাত্রি এবং কৃষ্ণজয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। রাবণের রাজত্বও অর্ধেক কল্প ধরে চলে। তারপর বাবা আসেন পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য। কেবল একবারই পবিত্র বানিয়ে দেন, তারপর আর আসেন না। বাবার নাম তো ভারতেই বিখ্যাত। অবশ্যই তিনি কোনও দিব্য কর্তব্য করেছিলেন, তাই তো তাঁর এত সুখ্যাতি। মানুষ মানুষকে পবিত্র করতে পারেনা। একমাত্র বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। 'স্বর্গ', 'নরক' এই নাম দুটিও কেবল ভারতকেই দেওয়া হয়েছে। ৫০০০ বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, তখন তাকে পরীস্থান বলা হত। নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। 'বাবা' শব্দটা খুবই মিষ্টি। তাঁর কাছ থেকেই বেহদ (অসীম) সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যে সুখ অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে। এর জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী এবং রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। সত্যযুগকে সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ত্রেতাযুগকে রজত জয়ন্তী বলা হয়। সত্যযুগ হল সতোপ্রধান আর ত্রেতাযুগ হল সতো - এই দুই যুগকে একসাথে সুখধাম বলা হয়। সূর্যবংশীরা হল প্রথম, আর চন্দ্রবংশীরা দ্বিতীয়। বাবা যখন এই ভারতভূমিতে আসেন তখন ভারতকে পবিত্র বানান। তারপর যখন থেকে ভক্তি আরম্ভ হয় তখন থেকে কলা কমতে থাকে। সমগ্র বংশাবলী জরাজীর্ণ এবং তমোপ্রধান হয়ে যায়। সকলেই ভক্ত হয়ে যায়। সাধুও সাধনা করে বাবাকে পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ মুক্তি-জীবনমুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। বাবাকে পাওয়ার জন্য অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করতে থাকে। যখন সেই সময় শেষ হয় তখন বাবা পুনরায় ভক্তদের সুখী করার জন্য আসেন। সত্যযুগে তো সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছুই থাকবে। ওখানে কখনও অকালে মৃত্যু হবে না। কান্নাকাটি, লড়াই ইত্যাদি হবে না। কে এইসব বোঝাচ্ছেন? বেহদের বাবা। তাঁর তো নিশ্চয়ই একটা নামও আছে। কলিযুগে তো চারিদিকেই অন্ধকার। ভক্তিমার্গে ধাক্কা খাচ্ছে। স্বর্গতে তো দুঃখের কোনও কথাই নেই। সেখানে

সবাই সুখী হয় তাই কেউ ভগবানকে ডাকে না। সত্যযুগকে সুখধাম এবং কলিযুগকে দুঃখধাম বলা হয়। বল্লভাচারী বৈষ্ণবরা মনে করে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। সেখানে রাজা-রানীর মত প্রজারাও সুখী ছিল। সেই সময়কেই স্বর্ণযুগ বলা হয়। যারা সত্যযুগ থেকেই সৃষ্টিচক্রতে আসে তাদেরই ৮৪ জন্ম হবে। বাচ্চাদেরকে এটা বোঝান হয়েছে যে এইটা হল কল্পবৃক্ষ। এর সমস্ত পাতা তো একই সাথে গজাবেনা। সত্যযুগে একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তাদেরকে হিন্দু বলা যাবেনা। দেবী-দেবতাদের সম্মন্ধে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ইত্যাদি গায়ন করা হয়। যারা তাদের পূজারী হবে তারাও নিশ্চয়ই সেই ধর্মেরই হবে। যেমন খ্রিস্টানরা যীশু খ্রিস্টকে স্মরণ করে, তাই তারা ওই ধর্মের। কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের নামটাই বদলে দিয়েছে। তোমরা জানো যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। আমরাই জন্ম মরণে আসি। আমরাই দেবতা থেকে ক্ষত্রিয় হই। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অন্তিমে শূদ্র হয়ে যাই। শূদ্র থেকে পুনরায় ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রহ্মার সন্তানরাই ব্রাহ্মণ হয়। প্রকৃতপক্ষে তো সকল আত্মাই শিবের সন্তান। তিনি হলেন বেহদের বাবা। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা, গড ফাদার কিংবা হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাচ্চাদেরকে এখন বিচার করে কর্ম করতে হবে। বাবা যখন স্বর্গ স্থাপন করছেন, তখন কেন না আমরা সেই নতুন দুনিয়ার অধিকারী হব? গান্ধীজিও বলত যে নতুন রাম রাজ্য, নতুন ভারত হবে। আমরা জানি, সেটা এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পেয়েছ, বাস্তবেই বেহদের বাবাকে আপন করেছ। সবাই তো এমনিই বলে 'ওহ গড ফাদার, কৃপা কর'। কিন্তু বাবা এই সময়ে এসে এই শরীরের দ্বারা তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। ওই কলিযুগী ব্রাহ্মণরা তো বিকারের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশাবলী। তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাই তো এত সন্তানের জন্ম হয়েছে। এরা সবাই মুখবংশাবলী। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা দত্তক নিয়েছেন। তাই তিনি হলেন মাতা। তুমিই মাতা-পিতা... বাবা, তুমি আমাদের ব্রহ্মা মুখের দ্বারা আপন করেছ। এইটাও বোঝার বিষয়। জ্ঞানের সাগর কেবল বাবাই। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি অর্থাৎ দিন আসে। অজ্ঞানের জন্যই রাত্রি হয়। কলিযুগকে রাত্রি বলা হবে, এটা তো ভক্তিমার্গ। সকল শাস্ত্রই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ঐগুলো থেকে বাবার কাছে পৌঁছনোর রাস্তা পাওয়া যায়না। বাবা কল্পে-কল্পে আসেন। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, তাই নিশ্চয়ই তিনি আসেন। তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকেও দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ কিন্তু শিব পরমাত্মায় নমঃ। ব্রহ্মা এই সাকার সৃষ্টির আদিতম পুরুষ। তিনি এখন বাস্তবে আছেন। সবকিছু সঙ্গমযুগেরই কথা। এখন যাদব এবং কৌরবরাও আছে। যোগবলের অধিকারী শক্তিসেনারা হল পাণ্ডব। তোমরা জানো যে শিববাবা বাস্তবিকই ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন। নিরাকার শিবের মন্দিরও আছে। শিবরাত্রিও পালন করা হয়। কিন্তু সরকার শিবরাত্রিতে ছুটি দেয়না। অন্যান্য সকলের জন্মদিবস পালন করে। ধর্মের মধ্যে শক্তি না থাকার কারণে সবাই অধার্মিক, বেআইনি এবং দেউলিয়া হয়ে গেছে। পবিত্রতা না থাকলে শান্তি-সমৃদ্ধিও থাকবে না। ৫০০০ বছর পূর্বে এই ভারতেই যখন সুবর্ণ জয়ন্তী হয়েছিল তখন পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সব ছিল। কখনও অকালে মৃত্যু হত না। ভারতের মত এত মহান এবং সম্পত্তিবান আর কেউ হতে পারবে না। এই ভারত ভূমিই হল সবথেকে মহান। তার ইতিহাসও তৈরি হয়ে আছে। এই ভারতই পবিত্র ছিল, এই ভারতই পতিত হয়। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারাই জন্ম নিতে নিতে এখন শূদ্র হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণরা দেবতাদের থেকেও উঁচু। সত্যযুগী দেবতাদের মহিমা আর বাবার মহিমা আলাদা। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর... কিন্তু দেবতাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন... ইত্যাদি বলা হয়। ওখানে বিকার থাকবেই না। কিন্তু

কৃষ্ণপুরীতে কংস, রাবণ ইত্যাদিরা ছিল – এইসব অনেক গল্পকথা শাস্ত্রতে লিখে দিয়েছে। কংসপুরী বাস্তবে এখনই আছে। এরপর সত্যযুগে হবে কৃষ্ণপুরী। এইটা হল সঙ্গম, তাই ওরা কংস, জরাসন্ধ, রাবণ ইত্যাদিকে সত্যযুগী দেবতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। ওরা তো আসুরী রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছ। ঈশ্বরীয় কোলে এসে পবিত্র হয়ে তারপর ২১ জন্মের জন্য দৈবী কোলে জন্ম নেবে। প্রথম ৮ জন্ম দৈবী কোলে এবং পরবর্তী ১২ জন্ম ক্ষত্রিয় কোলে। ভারতেই এইরকম গায়ন আছে যে কন্যা ২১ কুলের উদ্ধার করে। তোমরাই সেই কুমারী। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। শিববাবা হলেন দাদু, আর ব্রহ্মাবাবা হলেন বাবা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। বেহদের বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনিই দাতা। কিন্তু তিনি তো নিরাকার। তাহলে রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন? নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য অবশ্যই কোনো সাকার শরীর প্রয়োজন। তাই তিনি এই পতিত শরীরে আসেন যে পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছে। এইটা হল বড়োর থেকেও বড়ো বিশ্ব বিদ্যালয় যেখানে স্বয়ং ভগবান বসে রাজযোগ সেখান, রাজাদের রাজা বানান। গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নয়। গীতা মাতা তো কৃষ্ণের জন্ম দিয়েছে। যারা দেবতা হয়েছিল তারা শিববাবার কাছ থেকেই ঐরকম জন্ম পেয়েছিল। খ্রিস্টানরা যীশু খ্রিস্টের কাছ থেকে বাইবেলের দ্বারা খ্রিস্টান জন্ম পেয়েছে। তোমাদেরকে কে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানান? ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিববাবা বানান। এইটা হল তোমাদের বেহদের সন্ন্যাস। আর ওইটা হল হদের রজগুণী সন্ন্যাস, নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস। এই পুরাতন ছি ছি দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য এসেছে। তোমরা জানো যে এই জন্ম তো এখন শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কেন না আমরা স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করব? বাবা বলছেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা অনেক জন্মের পরে আমার সাথে মিলিত হয়েছ। তোমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছ। এখন তোমাদেরকে পুনরায় দেবতা বর্ণতে যেতে হবে। তবে তার জন্য অনেক নিয়মও আছে। কোনো অশুদ্ধ খাবার খাওয়া যাবেনা। বাবা বলছেন, আমি সঙ্গমযুগে নোংরা–অপবিত্র বস্ত্রকে পবিত্র করার জন্যই আসি। মৃত্যু এখন নিকটে। যাদব, কৌরব আর পাণ্ডবরা যখন আছে তখন পাণ্ডবপতিও নিশ্চয়ই থাকবেন। পরমাত্মাকে পাণ্ডব–পতি/পিতা বলা হয়। তোমরা হলে পান্ডা। তোমরা সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বল তাই তোমাদেরকে পাণ্ডব শিব শক্তি সেনা বলা হয়। যাদব অর্থাৎ ইউরোপবাসীরা তো নিজেরাই নিজেদের কুলের বিনাশ করে। ভারতে আছে পাণ্ডব এবং কৌরব – যার জন্য বলা হয় অসুর এবং দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল। তোমরা তো এখনও দেবতা হওনি, হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তোমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছ। বাকিরা সবাই আসুরী অর্থাৎ রাবণের মতে চলছে। অর্ধেক কল্প ধরে এই রাবণের মত চলে। এখন তো সমগ্র দুনিয়াই তমোপ্রধান। এইটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, যেখানে বাবা বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যখন রাজত্ব স্থাপন হয়ে যায় তখন বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গের যত শাস্ত্র আছে সেগুলো তৈরি হবে। সন্ন্যাসীদের অনেক শিষ্য হবে। সবাই পাপ ধোয়ার জন্য গঙ্গাতে যায়। কিন্তু গঙ্গা নদী তো কাউকে পবিত্র করতে পারবেনা। ওটা তো জলের সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, জ্ঞান সাগর থেকে উৎপন্ন হয়েছ। এছাড়া গঙ্গা কোনো পতিত পাবনী নয়। বাচ্চাদেরকে পুনরায় ভক্তির ফল রূপে সুখের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। যে বাবার কাছে এসে পড়বে সেই স্বর্গে যাবে। বাকিরা সবাই নিজ নিজ শাখায় চলে যাবে। নাটকের এই চক্রকেও বুঝতে হবে। এই চক্রকে বুঝেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ভারত সরকারও চক্র তৈরি করেছে। তাতে তিনটে বাঘ দেখানো হয়েছে আর নীচে লেখা আছে সত্যমেব জয়তে। এখন শিববাবা এসে তোমাদেরকে অর্থাৎ পার্বতীদেরকে অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য অমরকথা

শোনাচ্ছেন। একেই সত্যনারায়নের কথা বা অমরকথা বলা হয়। একবার এই কথা শুনেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। বাকি যত কথা আছে সেগুলো কেবল বড় বড় গল্প। আচ্ছা –

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) দেবতা বর্ণতে যাওয়ার জন্য অনেক নিয়ম মেনে খাবার খেতে হবে। কোনও অশুদ্ধ জিনিস খাওয়া যাবেনা।

২) এই পুরাতন ছি ছি দুনিয়া, যেটা শীঘ্রই বিনাশ হয়ে যাবে তার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য রেখে স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- সর্বপ্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা উদাসী ভাবকে ত্যাগ করে খুশির খাজনাতে পরিপূর্ণ হও।

সঙ্গমযুগে সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে খুশির খাজনা পায়। সেইজন্য যাই হোক না কেন – যদি এই শরীরটাও চলে যায় তাহলেও খুশির খাজনাকে ছেড়ে দিও না। সর্বদা সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতিতে থাকলেই উদাসী ভাব চলে যাবে। ব্যবসাতে যদি লোকসানও হয়ে যায় তাহলেও মনে যেন উদাসীর ঢেউ না আসে। কারণ অসীম প্রাপ্তির তুলনায় এইগুলো কি আর এমন বড় ব্যাপার। যদি খুশি থাকে তাহলে সবকিছু আছে, খুশি নেই তো কিছুই নেই।

স্লোগান:- মাস্টার দুঃখহর্তা, সুখকর্তার ভূমিকা পালন করার জন্য সর্ব প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হও।